

12টি আদিত্য

এই 12টি আদিত্য মহাবিশ্বের বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দ্বাদশ আদিত্য স্তোত্রম:----

ততো যুদ্ধ পরশিরান্তং সমরং চিংতয়া স্থতিম ,
রাবণং চাগ্রতো দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় সমুপস্থতিম || 1
দবৈতশৈচ সমাগম্য দ্রষ্টুমভ্যাগতো রণম ,
উপগম্যা ব্রবীদ্রামম অগস্ত্যো ভগবান ঋষিঃ || 2
রাম রাম মহাবাহো শৃণু গুহ্যং সনাতনম ,
য়নে সর্বানরীন বত্‌স সমরং বজ্রিয়ষ্মিসি || 3
আদিত্য হৃদয়ং পুণ্যং সর্বশত্রু বনাশনম ,
জয়াবহং জপনেতিয়ম অক্ষয়ং পরমং শবিম || 4
সর্বমংগল মাঙ্‌গল্যং সর্ব পাপ প্রণাশনম ,
চিংতাশোক প্রশমনম আয়ুর্‌বর্ধন মুত্তমম || 5
রশ্মমিং‌তং সমুদ্যন্তং দবোসুর নমস্কৃতম ,
পূজয়স্ব বিস্বন্তং ভাস্করং ভুবনশেবরম || 6
সর্বদবোত্মকো হ্যেষে তজেস্বী রশ্মভিবনঃ ,
এষ দবোসুর গণান লোকান পাতং গভস্ততিঃ || 7
এষ ব্রহ্মা চ বশ্মিণুশ্‌চশবিঃস্কন্দঃপ্রজাপতিঃ ,
মহেন্দ্রো ধনদঃ কালো যমঃ সোমো হ্যপাং পতিঃ || 8
পতিরো বসবঃ সাধ্যা হ্যশ্বনিটৌ মরুতো মনুঃ ,
বায়ুর্‌বহ্নিঃ প্রজাপ্রাণঃ ঋতুকর্তা প্রভাকরঃ || 9
আদিত্যঃ সবতি সূর্যঃ খগঃ পুষা গভস্তমিান ,
সুবর্ণসদৃশো ভানুঃ হরিণ্যরতো দবিকরঃ || 10
হরদিশ্বঃ সহস্রার্‌চিঃ সপ্তসপ্তি-র্মরীচমিান ,
তমিরিনোমখনঃ শংভুঃ ত্বষ্টি মার্তাণ্ডকোশুমান || 11
হরিণ্যগর্‌ভঃ শশিরিঃ তপনো ভাস্করো রবিঃ ,
অগ্নিগর্‌ভোদতিঃ পুত্রঃ শঙ্‌খঃ শশিরিনাশনঃ || 12

1. শুক্‌রা বা ইন্দ্র: এটি ভগবান সূর্যের প্রথম রূপ। ঈশ্বরদের রাজা হিসেবে তিনি আদিত্য স্বরূপ। তাদের ক্ষমতা সীমাহীন। ইন্দ্রের উপর তাদের কর্তৃত্ব আছে। এটি শত্রুদের দমন এবং দেবতাদের রক্ষা করার ভার। ইন্দ্রকে সকল দেবতার রাজা মনে করা হয়। তিনি বৃষ্টি উৎপন্ন করেন এবং তিনি স্বর্গ শাসন করেন। তিনি মঘে ও বদ্যুতের দেবতা। ইন্দ্রানীর স্ত্রী ছিলেন ইন্দ্রাণী। প্রতারণার কারণে ইন্দ্রের খ্যাতি খুব বেশি ছিল না। পরবর্তীকালে এই ইন্দ্রের নামে যিনিই শাসন করতেন, তাকে ইন্দ্র বলা হয়। ইন্দ্র পৃথিবীর কোনও সন্ন্যাসী ও রাজাকে নিজের থেকে শক্তিশালী হতে দেননি। তাই তারা কখনো অপ্সরাদের কাছ থেকে তপস্বীদের প্ররোচনা করে আবার কখনো রাজাদের অশ্বমেধে যজ্ঞের ঘোড়া চুরি করে। ঋগ্‌বেদের তৃতীয় মন্‌ডলে বর্ণনা অনুসারে, ইন্দ্র বিপাশা (ব্যাস) এবং শতদ্রু নদীর অগভীর জল শুকযি.ছিলেন, যাতে ভরতদের সেনারা সহজেই এই নদীগুলি অতিক্রম করতে পারে। দশরাজ্য যুদ্ধে ইন্দ্র ভরতের পক্ষে ছিলেন। সাদা হাতটি চড়ে

ইন্দ্রেরে অস্ত্র হল বজ্র এবং তিনি অপার শক্তির দবেতা। ইন্দ্রেরে সমাবেশে, গন্ধর্বগণ সঙ্গীতেরে মাধ্যমে দবেতাদেরে আপ্যায়ন করেনে এবং অপ্সরারা নৃত্য করেনে।... .. এই ইন্দ্রকে স্বর্গেরে রাজা বলা হয়।

2. ধাতা : ধাতা হল অন্যান্য আদিত্য। এগুলো শ্রীবগ্নিরহ নামে পরচিত্তি। তিনি প্রজাপতিনামে পরচিত্তি। এগুলো একটি গণসমাজ গঠনে অবদান রেখেছে। যবে ব্যক্তি সামাজিকি ন্যিমকানুন মাননে না এবং যবে ব্যক্তি ধর্মেরে অবমাননা করে, তাদেরে নজরদারকি করা হয়। তাকে সৃষ্টিকর্তাও বলা হয়।

3. সবতিবা বা পার্জন্যা: সবতিবা বা পার্জনী তৃতীয় আদিত্য। তারা মঘে বাস করে। মঘেরে ওপর তাদেরে ন্যিন্তরণ আছে। মঘে বৃষ্টির কারণে বৃষ্টি হয়। তারা পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রশমতি করে এবং জীবনকে পুনঃপ্রসারতি করে। তাদেরে ছাড়া পৃথিবীতে জীবন সম্ভব নয়।

4. তবাস্থ্য বা ত্বাষ্ট: আদিত্যদেরে চতুর্থ নাম তবাস্থ্য বা শ্রীত্বাষ্ট থেকে এসছে। এদেরে আবাসস্থল গাছপালা। এগুলো গাছ-গাছালতিে প্রচলতি। যারা ঔষধে থাকনে। তাদেরে তীক্ষ্ণতার সাথে, প্রকৃতির গাছপালাগুলতিে একটি তীক্ষ্ণ বস্তিতার রয়েছে, যার দ্বারা জীবন পাওয়া যায়।

5. পুষা: পঞ্চম আদিত্য হলনে পুষা যিনি খাদ্যে বাস করেনে। তিনি সব ধরনের শস্যেরে মধ্যে ন্যিয়ুক্ত। এর মাধ্যমেই খাদ্যে পুষটি ও শক্তি আসে। শস্যেরে মধ্যে যা কিছু গন্ধ এবং রস থাকে, তা থেকে আসে।

6. আর্যমা : আর্যমান বা আর্যমা, আদিত্যের তৃতীয় পুত্র এবং আদিত্য নামক সতীর দবেতাদেরে মধ্যে একজনকে পতির ঈশ্বরও বলা হয়। আকাশে তাদেরে পথ হল মলিক্টিয়ে। সূর্যের সাথে সম্পর্কতি এই দবেতাদেরে কর্তৃত্ব সকাল এবং রাতেরে চক্রেরে উপর। আদিত্যেরে ষষ্ঠ রূপটি আর্যমা নামে পরচিত্তি। তারা বায়ু আকারে জীবনী শক্তি প্রেরণ করে। গ্র্যাভটির হল পৃথিবীর প্রাণশক্তি তারা প্রকৃতির আত্মা আকারে বাস করে।

7. ভাগ: ভাগ সপ্তম আদিত্য। জীবেরে দহে অঙ্গ আকারে বদ্যমান। এই ভগ দবেদবে দহে চতেনা, শক্তি শক্তি, কর্ম শক্তি এবং প্রাণচাঞ্চল্য প্রকাশ করেনে।

8. ববিস্বান: অষ্টম আদিত্য হলনে ববিস্বান। তিনি অগ্নিদবে। এদেরে মধ্যে যবে তজে ও তাপ রয়েছে তা সূর্য থেকে এসছে। কৃষিজ ও ফল-ফলাদি হজম, পশুদেরে খাওয়া খাদ্য হজম হয়। এই আগুনে। তিনি অষ্টম মনুর ববৈস্বত মনুর পতি।

9. বষ্ণু: নবম আদিত্য হলনে বষ্ণু। দবেতাদেরে শত্রুদেরে বনাশকারী দবেতা হলনে বষ্ণু। তিনি জগতেরে সকল দুঃখ-কষ্টেরে মুক্তদিতা। নবম আদিত্য হিসাবে বষ্ণু ত্রিক্রিম হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলনে বলে মনে করা হয়। ত্রিক্রিমকে বষ্ণুর বামন অবতার বলে মনে করা হয়। এই রাক্ষসদেরে যজ্ঞেরে সময় ঘটছিলি। 12টি আদিত্যেরে একজন বষ্ণুকে পালানহার বলা হয়। কারণ আমাদেরে প্রার্থনাই আমাদেরে সমস্যার সমাধান করে। তাকে সূর্যেরে রূপও ধরা হয়। তিনিই প্রকৃত সূর্য। বষ্ণু শুধুমাত্র মানব বা অন্য রূপে অবতার করে ধর্ম ও ন্যায়বচার রক্ষা করেনে। বষ্ণুর স্ত্রী দবী লক্ষ্মী আমাদেরে সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি দনে। বষ্ণু মাননে জগতেরে অণু।

10. অংশ:- অংশ বা অংশুমান দশম আদিত্য। যবে ব্যক্তি বায়ু রূপে প্রাণেরে উপাদান হয়ে দহে বরাজমান তিনি হলনে অংশুমান। জীবন জাগ্রত এবং তাদেরে পূরণ।

11. বরুণ: একাদশ আদিত্য জলের উপাদান, বরুণ দবেরে প্রতীক। তারা মানুষেরে মধ্যে জল হয়ে বসে আছে। জীবন হচ্ছে সমস্ত প্রকৃতির জীবনের ভিত্তি। পানির অভাবে জীবন কল্পনা করা যায় না। বরুণকে অসুর সমর্থক বলা হয়। বরুণ স্বর্গেরে

সমস্ত নক্ষত্রের পথ নির্ধারণ করেন। বরুণ দেবতা ও অসুর উভয়কেই সাহায্য করেন। তিনি সমুদ্রের দেবতা এবং তিনি বিশ্বের নিয়ন্ত্রক ও শাসক, সত্যের প্রতীক, ঋতু পরিবর্তনকারী এবং দিন ও রাতের কর্তা, স্রষ্টা হিসাবে পরিচিত।
12. মতি: মতি হলেন দ্বাদশ আদিত্য। যিনি মতির জগতের কল্যাণে তপস্যা করছেন, তার ঋষিদের কল্যাণ করার ক্ষমতা আছে।

